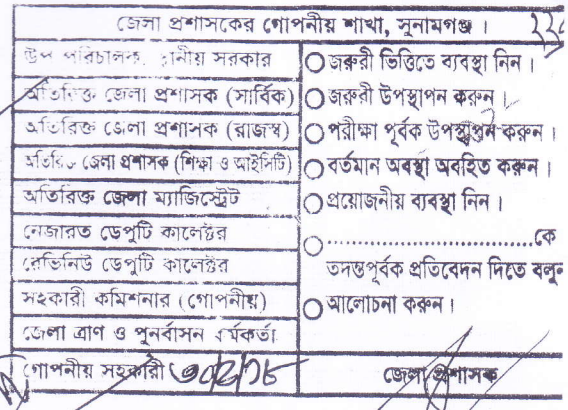

জেলা প্রশাসকের গোপনীয় শাখা, সুনামগঞ্জ।	
উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার	○ জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিন।
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	○ জরুরী উপস্থাপন করুন।
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	○ পরীক্ষা পূর্বক উপস্থাপন করুন।
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	○ বর্তমান অবস্থা অবহিত করুন।
অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	○ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
নেজারত ডেপুটি কালেক্টর	○ ....কে
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর	তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দিতে বলুন
সহকারী কমিশনার (গোপনীয়)	○ আলোচনা করুন।
জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	
গোপনীয় সহকারী	জেলা প্রশাসক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যুতে সরকারীভাবে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত সমন্বিত নীতিমালা

আগষ্ট- ২০০৫

মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যুতে সরকারীভাবে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত সমন্বিত নীতিমালা

ভূমিকা ঃ

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ মর্যাদায় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে সকলক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এই মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড পরিচালিত। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হওয়ার পর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণসহ সকল কার্যক্রম এই মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত হয়। ফলে ধারাবাহিকতায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যুতে তাদের সরকারীভাবে/রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যুতে তাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই নীতিমালা প্রণীত হলো যা "বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যুতে সরকারীভাবে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন নীতিমালা" হিসাবে গণ্য হবে।

নীতি-১ঃ বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ

(ক) সকল জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসন

(খ) বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী

(গ) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

(ঘ) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল/জেলা কমান্ড/উপজেলা বা থানা কমান্ড।

নীতি-২ঃ মুক্তিযোদ্ধা চিহ্নিতকরণের মানদণ্ড

(ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত সাময়িক সনদপত্রধারী;

অথবা,

(খ) এ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত ৪টি তালিকার মধ্যে যাদের নাম কমপক্ষে ২টি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে;

অথবা,

(গ) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পুলিশ,বাংলাদেশ রাইফেলস, আনসার ও ভিডিপি হতে প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত আছে;

অথবা,

(ঘ) যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে যাদের নাম গেজেট নোটিফিকেশনের দ্বারা চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে বা পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে।

নীতি–৩ ঃ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের করণীয়

(ক) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

সাকায় অবস্থানরত যুদ্ধাহত (ভাতাপ্রাপ্ত) মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু সংবাদ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট অবহিত করবে এবং দাফন/সৎকার সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্ব উক্ত কল্যাণ ট্রাস্ট সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে।

(খ) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল/জেলা কমান্ড/উপজেলা বা থানা কমান্ড

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যুর সংবাদ জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার/উপজেলা/থানা কমান্ডার এর মাধ্যমে বা তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানাতে হবে।

(গ) জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসন

(১) জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসন মৃত অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধার লাশ দাফন, সৎকার ও সমাধিস্থ করার জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করবে। ব্যয়িত অর্থ পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পত্র নং–মুবিম/প্রশা-২/দাফন/কাফন/সৎকার/৩৬৭ তারিখ ঃ ২৪-৫-২০০৫-এর নির্দেশ অনুযায়ী পূণর্ভরণের জন্য জেলা/উপজেলা প্রশাসন দাবী করবে।

(২) মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সরকারী গোরস্থান তথা সিটি কর্পোরেশন/জেলা/উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ-এর গোরস্থানের সংরক্ষিত স্থানে সমাহিত করা হবে। ক্ষেত্র বিশেষে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা যাবে অথবা মৃত মুক্তিযোদ্ধার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তার মৃত দেহের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৩) মৃত মুক্তিযোদ্ধার দাফন/সৎকার অনুষ্ঠানে জেলা সদরে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার সরকারের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবেন। অত্যন্ত জরুরী ও জনগুরুত্বপূর্ণ কাজে জেলা প্রশাসক জেলা সদরের বাইরে থাকলে তার পরিবর্তে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক দাফন/সৎকার অনুষ্ঠানে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবেন। অনুরূপভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অত্যন্ত জরুরী ও জনগুরুত্বপূর্ণ কাজে উপজেলা সদরের বাইরে থাকলে তার পরিবর্তে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সরকারের পক্ষে দাফন/সৎকার অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

(৪) মৃত মুক্তিযোদ্ধার কফিন জাতীয় পতাকায় মোড়ানো হবে। তবে কফিন কবরে নামানোর/সৎকারের সময় জাতীয় পতাকা খুলে ফেলা হবে।

(৫) সরকারের পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী কর্মকর্তাবৃন্দ কফিনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন।